দৈনিক বাংলা

(৭৭)

তারিখ ... ১।৭।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

গ্রন্থাগার

049

পরীক্ষায় দুর্নীতি ও শাস্তি

১৯৮৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রায় নয়শ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। দশ দিনের ভেতর এই নোটিশের জবাব দেয়া না হলে বোর্ড ১৯৮০ সনে জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী একতরফাভাবে এসব পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষাকে শিক্ষাপদ্ধতির একটা স্বাভাবিক অধ্যায় বলে বুঝি আর ধরে নেয়া যায় না। পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এত কান্ডকারখানা, এত ঘটনার সমাবেশ যে পরীক্ষাকে এখন মানবজীবনের অন্যতম জটিলতম ঘটনা বলেই বুঝি অভিহিত করা ঠিক।

কার্যত, এরকম হওয়া যে উচিত নয়, সে ব্যাপারে সব পক্ষ একমত—পরীক্ষার্থী, পরীক্ষক, অভিভাবক সবাই। তাহলে এমন ঘটে কেন? দোষটা কার? পরীক্ষার্থীদের? তা পরীক্ষার্থীদের দোষ তো আছেই। এসব দোষের একটা তালিকাও পাওয়া গেছে। তাদের কৃত বিভিন্ন অপরাধের মধ্যে কথাবার্তা বলা, অন্যকে নকল করতে সাহায্য করা, নিজে নকল করার যোগ্য কাগজপত্র রাখা, হলে ধূমপান করা, পরীক্ষা তদারক বা সংশ্লিষ্ট কাউকে আক্রমণ করা ইত্যাদির উল্লেখ তাতে আছে। অপরাধের তালিকার দৈর্ঘ্য দেখেই বোঝা যায়, হরেকরকম অপরাধে এই ছাত্রজীবনেই পরীক্ষার্থীরা বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। তবে এই অপরাধপ্রবণতা পরীক্ষার হলেই বিশেষ-ভাবে মাথাচাড়া দেয় কেন, সে প্রশ্ন এড়ানো যায় না।

পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি পরীক্ষার্থীদের স্বভাব পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তাহলে তা করা সঙ্গত বইকি। তবে প্রতিবছর প্রায় একই ধরনের ঘটনার সমাবেশে আমাদের অন্য কথাও ভাবতে হয়। বোধহয় আরো কিছু করণীয় আছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে। শিক্ষা-পদ্ধতি আর পরীক্ষাপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় অসামঞ্জস্য আছে। এই অসামঞ্জস্য দূর না হলে পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতেই থাকবে। শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মূল সমস্যার সমাধান হবে না।